بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মরহুম হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের কন্যা ও হযরত মির্যা ওয়াসীম সাহেবের সহধর্মিনী আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা এবং আরো দু'জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহহুদ, তা'আউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নীতি হলো, যিনি এ পৃথিবীতে আগমন করেন তাকে এখান থেকে ফিরে যেতে হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবান সে যার কেবলমাত্র পুণ্যময় স্মৃতিচারণ হয়, যে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য প্রদানকারী, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমলকারী, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের উদ্দেশ্য পূর্ণকারী এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সত্যিকার বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং সামর্থ্যানুযায়ী হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী ও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টায় রত থাকেন। **মহানবী (সা.)-এর ভাষ্য অনুযায়ী তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।**

হুযূর (আই.) বলেন, এখন আমি এমন এক ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব যার নাম শ্রদ্ধেয়া আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা, যিনি হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের কন্যা এবং সাহেবযাদা হযরত মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের সহধর্মিনী ছিলেন। তিনি কাদিয়ানের অধিবাসিনী, কিন্তু সম্প্রতি রাবওয়াতে মেয়ের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন আর ৯৬বছর বয়সে সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। এরপর হুযূর (আই.) দীর্ঘক্ষণ তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ও গুণাবলী উল্লেখ করে তাঁর স্মৃতিচারণ করেন।

মরহুমা আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা নয় ভাগের এক ভাগ প্রদানের শর্তে ওসীয়্যত করেছিলেন। ১৯৫১ সালের বার্ষিক জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সাহেবযাদা হযরত মির্যা ওয়াসীম সাহেবের সাথে তাঁর বিয়ে পড়িয়েছিলেন। রুখসাতানার সময় তিনি (রা.) নিজের ছেলের পরিবর্তে মেয়ের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তান দান করেছিলেন। সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব বিয়ের সময় পাকিস্তানে এসেছিলেন। তখন বিয়ের মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছিল আর তিনি স্ত্রীকে কাদিয়ানে নিয়ে যাওয়ার কাগজপত্র তৈরী করছিলেন, তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁকে বলেন, স্ত্রীর কাগজপত্র প্রস্তুত হতে থাক, তুমি তাকে রেখে দ্রুত কাদিয়ানে ফিরে যাও; কেননা সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশের কারো থাকা উচিত। তিনি আরো বলেন, তুমি যদি কুরবানী না করো তাহলে অন্যরা কীভাবে কুরবানী করবে? এটি জানা ছিল না যে, কখন স্ত্রীর যাওয়ার অনুমতি হবে এবং কখন সে যেতে পারবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাতুল কুদ্দুস সাহেবাও কুরবানী করেছিলেন। তিনি হাসিমুখে তার স্বামীকে বিদায় দিয়েছেন এবং বিদায় বেলায় তাঁর দিকে তাকিয়ে দোয়া পড়ছিলেন আর এভাবে তিনি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

দেশবিভাগের সময় লাজনাদের ব্যবস্থাপনা বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এসময় তাদেরকে সংগঠিত করা অনেক কঠিন ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁকে এই উপদেশ প্রদান করেছিলেন যে, লাজনার সংগঠনকে সুসংগঠিত করবে। তখন সাহেবযাদী আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা কাদিয়ান গিয়ে লাজনাদের একত্রিত করতে এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছিলেন। প্রথমে তিনি জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন, এরপর স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট, অতঃপর ভারতের সদর লাজনা মনোনীত হন। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি ৪৬বছর জামাতের সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) লন্ডনে পৌঁছে ৪মে ১৯৮৪ সালে প্রথম যে জুমুআর খুতবা প্রদান করেছিলেন তাতে তিনি ইউরোপে দু'টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করেন। তখন মরহুমা ভারতের লাজনার সদর ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত ব্যাপক হারে আর্থিক কুরবানী করেছে। তখন তিনি নিজেও নিজের সমস্ত অলংকারাদি দান করে দিয়েছিলেন। ১৯৯১ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন কাদিয়ানে গিয়েছিলেন তখন হুযূর কাদিয়ানের লাজনাদের আর্থিক কুরবানীর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। হুযূর রাবের জন্য এবং আমার ২০০৫ সালের সফরের সময় তিনি নিজের হাতে আমাদের জন্য কক্ষ ইত্যাদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করেছেন। আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করে প্রতিদিন খাবার প্রেরণ করেছেন। তিনি আসলেই অনেক পুণ্যবতী, বিদুষী ও অনেক গুণে গুণান্বিতা একজন মহিয়সী নারী ছিলেন।

হুযূর (আই.) বলেন, আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা পবিত্র কুরআনের বৃহৎ সেবা করেছেন। কাদিয়ানের প্রায় ২৫০জন শিশুকে কুরআন পড়া শিখিয়েছেন। ভারতে যেসব বাচ্চারা ইন্টারমেডিয়েট পাশ করত তারা তিন মাসের জন্য কাদিয়ানে এসে অবস্থান করত এবং তিনি তাদেরকে কুরআনের অনুবাদ পড়াতেন।

তাঁর এক কন্যা বলেন, আমাদের মা, আমাদের পিতার কাজে অনেক সহযোগিতা করেছেন। অত্যন্ত দারিদ্রতার মাঝে জীবনযাপন করেছেন। অসাধারণ আতিথেয়তা করতেন। কোন অতিথি আসলে যা-ই থাকত কোনো ধরণের লৌকিকতা ছাড়া তা-ই উপস্থাপন করতেন। মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব যখন ইতিকাফে বসতেন তখন তাঁর জন্য খাবার পাঠানোর পাশাপাশি অন্যান্য দরিদ্র ইতিকাফকারীদেরও খাবার পাঠাতেন। যুগ খলীফার পক্ষ থেকে আর্থিক কুরবানীর কোনো তাহরীক হলে মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী সবার আগে লাব্বায়েক বলতেন। ২০০৫ সালে রাবওয়াতে লাজনারা সারায়ে মসরূর বা মসরূর অতিথিশালা নির্মাণ করেন। সেখানেও তিনি তাঁর স্বামীর পক্ষ থেকে ১লক্ষ রুপি চাঁদা প্রদান করেন।

তাঁর আরেক কন্যা বলেন, আমরা কুরআন পাঠের সময় ভুল করলে আমাদের মা অন্য রুম থেকে তা ঠিক করে দিতেন। তিনি কুরআনের হাফেযা ছিলেন না ঠিকই কিন্তু এত বেশি কুরআন পড়তেন যে, অনেকাংশই তাঁর মুখস্ত ছিল। সন্তানদেরকে নামাযের গুরুত্বের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করতেন। সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের মৃত্যুর পর এনাম ঘৌরী

সাহেব যখন নাযেরে আলা হন তখন তিনি পরিপূর্ণভাবে তাঁর আনুগত্য করেন। তিনি কাদিয়ানের অনেক শিশুকে প্রতিপালন করেছেন। তাদের উত্তম তরবীয়ত করেছেন এবং তাদেরকে বিয়েও দিয়েছেন। দরবেশী যুগে যখন মানুষের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল তখন কোনো দরবেশের কন্যার বিয়ে হলে তিনি নিজের অলংকারাদি পড়ার জন্য দিয়ে আসতেন আর বলতেন, যতদিন পর্যন্ত চাও এগুলো পড়তে থাকো। এরপর অন্য কারো বিয়ে হলে আবার তাকে অলংকারাদি দিয়ে আসতেন। এভাবে অনেক মেয়ে তাঁর অলংকারাদি দ্বারা উপকৃত হয়েছে। মানুষ তাঁর কাছে আমানত রাখত, তিনি পরম দেয়ানতদারীতার সাথে আমানত রক্ষা করতেন। তাঁর বাড়িতে যেতে কখনো কারো কোনো বাঁধা ছিল না। ওসীয়তের চাঁদা বা হিস্যায়ে জায়েদাদের অংশ নিজের জীবদ্দশায় পরিশোধ করে দিয়েছেন।

মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের মৃত্যুর পর সাহেবযাদী আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা দশ বছর কাদিয়ানে বসবাস করেন। তারপর যখন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে, তখন তার কন্যারা তাকে রাবওয়াতে নিয়ে আসে। রাবওয়ায় চিকিৎসা চলতে থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলতেন যে, আমি খলীফার অনুমতি ছাড়া কাদিয়ানের বাইরে বেশিদিন থাকি নি। তাই অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কয়েকদিনের বেশি এখানে থাকতে পারবো না। এরপর তারা আমাকে লিখেছিল এবং আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে, আপনি যতদিন চান রাবওয়াতে থাকতে পারেন।

হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব সম্পর্কে আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা লিখেন, তিনি কাউকে তাঁর কক্ষে যেতে দিতেন না। কিন্তু আমাকে যেতে দিতেন। কেননা আমি ঘর পরিস্কার করার পর তাঁর নথিপত্র যথাস্থানে রেখে দিতাম। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। যতদিন শক্তি ছিল রোযা রাখতেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার মা সেই দোয়াই পড়ছিলেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আম্মাজান করেছিলেন যে, **হে আল্লাহ্ আমার স্বামী আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও তুমি আমাদেরকে কখনো ছেড়ে যেও না।** মায়ের এই দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন। এরপর আমরা মাল্টিপল ভিসা পেয়ে যাই এবং দু'দেশে যাতায়াত করতে সক্ষম হই।

তাঁর নাতি যিনি জামেয়া আহমদীয়া কানাডায় অধ্যয়নরত, তাকে উপদেশ দিতে বলেছিলেন, তুমি যুগ-খলীফার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করছ, আমার আর তোমাকে কোনো উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু যুগ-খলীফার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং তা অনুসরণ করো। এরপর তিনি বলেন, **রাব্বি কুল্লু শাইয়্যিন খাদিমুকা** দোয়াটি বেশি বেশি পাঠ করতে থাকো। এছাড়া তিনি তাকে তার ওয়াকফের দাবি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে এবং খিলাফতের সাহায্যকারী হাত হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, অনেক অমুসলমানরাও তার জানাযায় অংশ নেন। কাদিয়ানের লোকেরা তাকে ভালোবাসত এবং তিনিও কাদিয়ানবাসীকে ভালোবাসতেন। কাদিয়ানের নারীদের কাছ থেকে বড় বড় চিঠি এসেছে, যারা তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে নিজেদের পত্রে উল্লেখ করেছে। একইভাবে কাদিয়ানের প্রবীণ বাসিন্দাদের পুরুষ বংশধররাও লিখেছেন, যে

তিনি আমাদেরকে মাতৃস্নেহে লালনপালন করেছেন। খিলাফতের সাথে তাঁর গভীর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর প্রতি যে বিনয় প্রদর্শন করতেন এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যের সম্পর্ক রাখাতেন, আমার সাথেও সেই সম্পর্কই অব্যাহত ছিল। এখানেও, আমি যখন তাঁর সাথে দেখা করি, তখন আমার সাথে অত্যন্ত ভদ্রতা এবং শ্রদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ করেন। ২০০৫ সালে তাঁর অসুস্থতা সত্ত্বেও, তিনি আমার কাদিয়ান থেকে ফেরার পথে বিদায় দিতে দিল্লিতে আসেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং তাঁদের সন্তানদেরকে তাঁদের পুণ্যকর্ম অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন, আমীন।

একটি জানাযা হাযের রয়েছে যা যুক্তরাজ্যের **মুকাররম মুহাম্মদ আরশাদ আহমদী** সাহেবের, তিনি মরহুম ইউসুফ আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ৭১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। তিনি একজন মূসী ছিলেন। স্ত্রী ছাড়াও তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দুই ছেলে ও একজন মেয়ে রয়েছে। জামা'তের সঙ্গে মরহুমের গভীর সম্পর্ক ছিল। বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাজ্য জামা'তের প্রকাশনা বিষয়ক জাতীয় সম্পাদক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। মরহুম একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন, তিনি নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন, নিয়মিত আর্থিক কুরবানী করতেন এবং খিলাফতের প্রতি পরম অনুগত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন।

একটি গায়েবানা জানাযা রয়েছে. যা আফ্রো-আমেরিকান মুকাররম আহমদ জামাল সাহেবের। তিনি আমেরিকায় বসবাস করতেন আর সম্প্রতি ৯২বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون । ১৯৫১ সালে তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। খিলাফত ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি তার ছিল অগাধ আনুগত্য ও গভীর ভালোবাসা। তিনি আর্থিক কুরবানীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। তার এক মেয়ে আছে যিনি এখানো জামা'তভুক্ত হন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করুন এবং তার মেয়ের অনুকূলে তার সকল দোয়া কবুল করুন এবং তাকেও আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)